মেডিক্যাল প্রকৌশল ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৭ অক্টোবর ২০২৪, ১২:০০ এএম

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে গত মঙ্গলবার। এবার সব শিক্ষা বোর্ড মিলিয়ে পাস করেছেন ১০ লাখ ৩৫ হাজার ৩০৯ জন। অর্থাৎ পাসকৃত শিক্ষার্থীদের শতভাগ যদি উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হয় এরপরও ২ লাখ ৯১ হাজার ১৭৭টি আসন খালি থাকবে। তবে ভর্তির ক্ষেত্রে আসন সংকট না হলেও মানসম্পন্ন কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বনামধন্য পাবলিক ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির প্রতিযোগিতা বাড়বে। কারণ এ ধরনের প্রতিষ্ঠান মেধাবী শিক্ষার্থীদের পছন্দের শীর্ষে। কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দের বিষয়ে পড়ার সুযোগ পেতে শিক্ষার্থীরা এখন ছুটছেন কোচিং সেন্টারগুলোয়।

ইউজিসির তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০ হাজার, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ লাখ ৩ হাজার ৬৭৫, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ লাখ ৭২ হাজার ৮১৫, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০ হাজার, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৭ হাজার ৭৫৬, দুটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৪০, মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে ১০ হাজার ৫০০, ঢাবি সাত কলেজে ২৩ হাজার ৩৩০, ৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ৭ হাজার ২০৬টি, টেক্সটাইল কলেজে ৭২০, সরকারি ও বেসরকারি নার্সিং ও মিডওয়াইফারিতে ৫ হাজার ৬০০, ১৪টি মেরিন অ্যান্ড অ্যারোনটিক্যাল কলেজে ৬৫৪, ঢাবি ও রাবির অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ৩ হাজার ৫০০ এবং চবি অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ২৯০টি আসন রয়েছে। সব মিলিয়ে ১৩ লাখ ২৬ হাজার ৪৮৬টি আসন খালি আছে।

এ বছর নটর ডেম কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী শামীম আল আমিন আমাদের সময়কে বলেন, প্রথম পছন্দ মেডিক্যাল কলেজ অথবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। তার বন্ধু মোহাম্মদ সুজন জানান, অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলোয় ভালো লেখাপড়া হচ্ছে, তবে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই ভালো।

জিপিএ-৫ পাওয়া মতিঝিল আডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী রোকেয়া তাবাসসুমের পছন্দ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। তার সহপাঠী সুবর্ণা মনে করেন, সরকারি কলেজগুলোয় ভালো লেখাপড়া হয় না। এ ছাড়া ঢাকার সাত কলেজ এখন অনেক সমস্যায় জর্জরিত। তাই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তার পছন্দের শীর্ষে।

ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী সাদমান জানান, বাবা-মায়ের ইচ্ছা বিদেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার। তার বাবা সামছুল আলম চৌধুরী বলেন, দেশে চাকরির নিশ্চয়তা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে সবসময় রাজনৈতিক একটা প্রভাব থাকে, ফলে লেখাপড়া ব্যাহত হয়। তার চেয়ে বিদেশে লেখাপড়া করলে চাকরির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় না। তার ধারণা, এ জন্য সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা উচ্চশিক্ষার জন্য চলে যায় বিদেশে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে পাস করা লামিবার মা সুবর্ণা সাকলাদার জানান, প্রথম পছন্দ সরকারি মেডিক্যাল কলেজ। সে জন্য এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকেই একটি কোচিং সেন্টারে মেয়েকে পড়াচ্ছেন। তিনি জানান, প্রতিযোগিতা অনেক বেশি। কোচিং না করিয়ে উপায় নেই। অন্তত ধারণা পাওয়া যায় কী ধরনের প্রশ্ন হয়, কোন কোন বিষয়গুলো ভর্তি পরীক্ষায় করা হয় ইত্যাদি। তার মতে, কোনো কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনেক ভালো করছে, তবে খরচ বেশি। আরেক শিক্ষার্থীর অভিভাবক অ্যাডভোকেট অহিদুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজ আছে, কিন্তু মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কতটি? পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরজুড়ে মারামারি, হানাহানি, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আবার শিক্ষক আন্দোলনে ব্যাহত হয় লেখাপড়া। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকাপয়সা ব্যয় হয় কিন্তু লেখাপড়ার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে ইউজিসির দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানান, সংকট হবে পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও পছন্দের বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে। বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যালসহ হাতেগোনা কিছু প্রতিষ্ঠানে তীব্র প্রতিযোগিতা হবে। পাবলিক প্রতিষ্ঠানে চান্স না পেলে এরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বা মেডিক্যালে ভর্তি হয়ে যাবে। সুতরাং পছন্দের প্রতিষ্ঠান ও বিষয়ে ভর্তির এ সংকট থাকবে, যেটা সর্বত্র আছে। তবে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে আসন সংকট হবে না।

শেষ পাতা থেকে আর